খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 13 ❑ 12 June, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

পদ বিতর্ক, অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রী অভিযোগ নাগরিকত্ব নিয়েও

প্রতিনিধি ঃ কাকদ্বীপের পর এবার বনগাঁ মহকুমার গোপালনগরে নাগরিকত্ব বিতর্ক। চর্চায় নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। অভিযোগ ওই কলেজেরই পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে রয়েছেন আলোরানি সরকার, যাঁর নাগরিকত্ব নিয়েই রয়েছে বিতর্ক। তাঁকে কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতির পদে বসানো হয়েছে। যা মানতে পারছেন না তৃণমূলেরই একাংশ।

সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে আলোরানি বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়ে পরাজিত হন। অভিযোগ, ২০২১ সালে শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে বিধানসভা ভোটের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী আলোরানি সরকারকে ওই কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি করা হয়েছিল। শিক্ষা দফতরের তরফে যে

পদে আলোরানির মেয়াদ ইতিমধ্যেই ৩০ শে জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অথচ নির্দেশিকায় আলোররানি সরকারকে বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পরাজিত প্রার্থী হয়েও কীভাবে বিধায়কের পরিচয়ে ঘুরছেন তিনি। তা এখনও স্পষ্ট নয়। নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রেসিডেন্টের দাবি, আলোরানির গতিবিধি কলেজের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।

তবে শুধু কলেজ ক্যাম্পাসেই বিতর্ক নয়, আলোরানিকে নিয়ে অস্বস্তি বেড়েছে দলেরও। বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার আলোরানি সরকারের নাগরিকত্ব প্রমাণের দাবিতে পূর্বেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। স্বপন বলেন, সেই মামলায় প্রমাণ হয় যে, আলোররানি বাংলাদেশের ভোটার। একপরেও কলেজের পরিচালন সমিতিতে আলোরানির ঠাঁই পাওয়া সত্যিই শাসকদলের দুর্নীতির প্রমাণ।

যদিও দুর্নীতির দায় মাথায় নিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, বিষয়টি দলকে জানানো হয়েছে। অভিযোগ যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, আগামীদিনে দল আলোরানি সরকারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবে। কলেজের পরিচালন সমিতি থেকেও অবিলম্বে আলোরানিকে

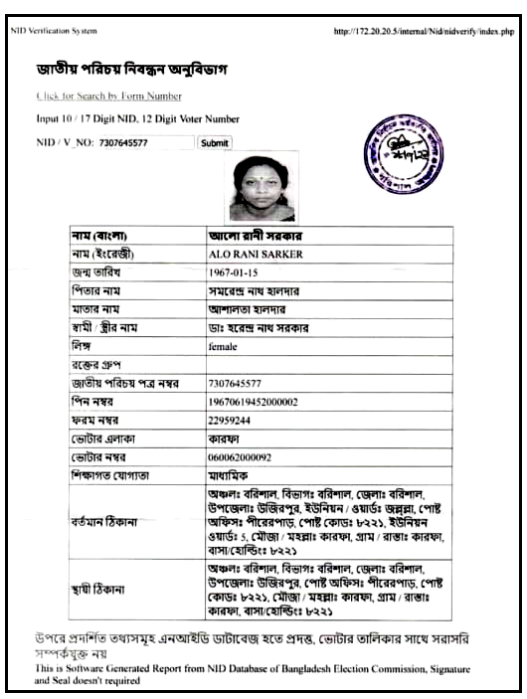
NID Verification System
http://172.20.20.5/internal/Nid/nidverify/index.php

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ

Click for Search by Form Number

Input 10 / 17 Digit NID, 12 Digit Voter Number

NID / V_NO: 7307645577 Submit

নাম (বাংলা)	আলো রানী সরকার
নাম (ইংরেজী)	ALO RANI SARKER
জন্ম তারিখ	1967-01-15
পিতার নাম	সমরেন্দ্র নাথ হালদার
মাতার নাম	আশালতা হালদার
স্বামী / স্ত্রীর নাম	ডাঃ হরেন্দ্র নাথ সরকার
লিঙ্গ	female
রক্তের গ্রুপ	
জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর	7307645577
পিন নম্বর	19670619452000002
ফরম নম্বর	22959244
ভোটার এলাকা	কারফা
ভোটার নম্বর	060062000092
শিক্ষাগত যোগ্যতা	মাধ্যমিক
বর্তমান ঠিকানা	অঞ্চলঃ বরিশাল, বিভাগঃ বরিশাল, জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ উজিরপুর, ইউনিয়ন / ওয়ার্ডঃ জুল্লা, পোষ্ট অফিসঃ পীরেরপাড়, পোষ্ট কোডঃ ৮২২১, ইউনিয়ন ওয়ার্ডঃ ১, মৌজা / মহল্লাঃ কারফা, গ্রাম / রাস্তাঃ কারফা, বাসা/হোল্ডিংঃ ৮২২১
স্থায়ী ঠিকানা	অঞ্চলঃ বরিশাল, বিভাগঃ বরিশাল, জেলাঃ বরিশাল, উপজেলাঃ উজিরপুর, পোষ্ট অফিসঃ পীরেরপাড়, পোষ্ট কোডঃ ৮২২১, মৌজা / মহল্লাঃ কারফা, গ্রাম / রাস্তাঃ কারফা, বাসা/হোল্ডিংঃ ৮২২১

উপরে প্রদর্শিত তথ্যসমূহ এনআইডি ডাটাবেজ হতে প্রদত্ত, ভোটার তালিকার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়
This is Software Generated Report from NID Database of Bangladesh Election Commission, Signature and Seal doesn't required

সরানো হবে। আলোরানির বিরুদ্ধে দল তদন্ত করবে, জানান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সৌমেন সুতারও।

এ বিষয়ে আলোরানী সরকার বলেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, দরকার হলে স্বপন মজুমদার কোর্টে মামলা করুক। মিথ্যা পরিচয়ের সঙ্গে আলোরানী সরকার যুক্ত নয়, তৃণমূল পার্টি তাকে এই পদ দিয়েছে। বিকাশ ভবন যাকে মনোনীত করেছে, তাকেই এই পদ দেওয়া হয়েছে। আমার ভারতেই জন্ম। *সংবাদে পরিবেশিত ফটোকপির সত্যতা যাচাই করেনি সার্বভৌম সমাচার কর্তৃ পক্ষ।*

বিজেপি করার অপরাধে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ, শুরু রাজনৈতিক তরজা

রাহুল দেবনাথ ঃ বিজেপি করার অপরাধে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে— এমনই অভিযোগ উঠেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদা থানার রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বেরবাড়ী এলাকায়।

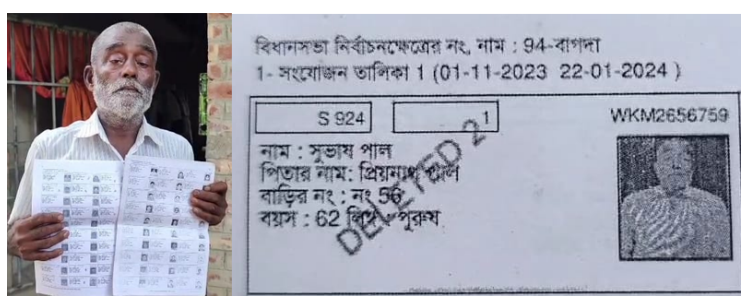

৬২ বছরের সুভাষ পালের দাবি, ২০১৪ সালে তিনি রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বেরবাড়ি এলাকায় জমি কিনে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। তার আগে শ্যামনগর এলাকার তিনি ভোটার ছিলেন। বেরবাড়ি এলাকায় বসবাস শুরু করে তিনি শ্যামনগর থেকে ভোটার স্থানান্তরিত করেন। সুভাষ বাবুর দাবি, এখানে এসে ভোটার লিস্টে নাম উঠলেও পরবর্তীতে সেই নাম কেটে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে বাগদা বিডিও অফিসে যোগাযোগ করলেও কোন সুরাহা হয়নি। সুভাষ পালের অভিযোগ, তিনি বিজেপি কর্মী। পাশাপাশি তিনি মতুয়া ভক্ত। সেই অপরাধে তার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তিনি অমিত শাহের কথা শুনে নাগরিকত্বের জন্য সিএএতে আবেদন করবেন বলে জানিয়েছেন।

এই ঘটনাকে বিজেপির পক্ষ থেকে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে দাবি করা হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, শুধুমাত্র বেছে বেছে বিজেপির মতুয়া ও হিন্দু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে বনগাঁ জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের দাবি, সুভাষ পাল-কে হেয়ারিং এর জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি উপস্থিত হননি। সেই জন্য নাম বাদ গেছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৭০৭৬২৭১৯৫২

বিজিবি'র কাঁটাতারে বাধা

প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে বিজিবিকে রুখে দেওয়ার হুমকি সীমান্ত পারের ভারতীয়দের

প্রতিনিধি ঃ দীর্ঘ জমি জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদা থানার বয়রা সীমান্তের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার জায়গায় কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করেছিল বিএসএফ। বিএসএফের পক্ষ থেকে একটি সংস্থাকে এর কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। দিন কয়েক আগে ঠিকাদার সংস্থা যে জমিতে কাঁটাতার বসানো হবে সেই জমিতে মাটি ফেলার কাজ শুরু করে। অভিযোগ, বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর বিওপির কুলোনন্দপুর এলাকার কপোতাক্ষ নদীর পারে মাটি ফেলার কাজ শুরু করতেই বাধা দেয় বাংলাদেশের বিজিবি। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যরা কপোতাক্ষ নদীর ওপার থেকে কাজ বন্ধ করতে বলে। এমনকি ভারতের সাধারণ গ্রামবাসীদের দিকে বন্দুক তাক করে বিজিবি। কাজ বন্ধ না করলে গুলি করারও হুমকি দেয় বলে অভিযোগ।

তৃতীয় পাতায়...

খোরপোষ না দেওয়ায় গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

প্রতিনিধি ঃ বধূ নির্যাতন মামলায় স্ত্রীকে খোরপোষ না দেওয়ার অভিযোগে বাগদার সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা প্রদ্যুৎ মন্ডলকে গ্রেফতার করল বাগদা থানার পুলিশ। বুধবার তার স্ত্রীর অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বধূ নির্যাতন মামলায় আদালত প্রদ্যুৎকে নির্দেশ দিয়েছিল স্ত্রীকে খোরপোষ দেওয়ার। বেশ কয়েক মাস কেটে

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ১৩ ❐ ১২ জুন, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

আজকের গর্ব কিছুটা লজ্জার!

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ভারতবর্ষের জন্য সবচেয়ে বড় খবর হল বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান 'চতুর্থ'। জাপানকে পিছনে ফেলে ভারতের এই উত্থান। দেশের উত্থানে ভারতীয় হিসাবে প্রত্যেক নাগরিক গর্বিত। এটা সত্যিই গর্বের বিষয়; জাতি হিসাবে প্রত্যেক ভারতীয়ের এটি অহংকার। কিন্তু কথা হল— সাধারণ নাগরিক তথা আমজনতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি কতটা হয়েছে? নাগরিক সভ্যতার মূল ভিত যে শ্রমিক শ্রেণী; যাদের শ্রমের ফলেই গড়ে ওঠে নগর সভ্যতা, তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি কতটা হয়েছে? আরও বড়ো কথা হল— সমাজের যে শ্রেণী সমাজের সমগ্র জাতির মুখে খাবার তুলে দেয়, সেই কৃষক শ্রেণীর অর্থনীতি কতটা মজবুত? নাকি চিরাচরিত প্রথার মত আজও আর্থিক মজবুতি একটা শ্রেণীর কাছেই সীমাবদ্ধ? এ তো গেল সমাজের দুটি শ্রেণীর কথা। আজকের ভারতবর্ষে এমন শ্রেণী অনেক আছে, যারা আর্থিক ভাবে ভীষণ দুর্বল। দু-একটা বলতে গেলে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে নিয়োজিত আংশিক সময়ের, চুক্তি ভিত্তিক কর্মী; পশ্চিমবঙ্গের বৃত্তিমূলক বিভাগে নিযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, পশ্চিমবঙ্গের সিভিক ভলেন্টিয়ার, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত আংশিক সময়ের বা চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক। সামগ্রিকভাবে এরা প্রত্যেকেই আর্থিক ভাবে ভীষণ দুর্বল। সমাজের এই শ্রেণী এখনও দিন আনা দিন খাওয়ার মত কালাতিপাত করে। এখনও চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কত চাষী, কত মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আজকের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে সত্যিই এটা লজ্জার। কবে নিবারণ হবে এই লজ্জা; কবে সুস্থ ভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারবে সমাজের এই সমস্ত মানুষ? যে দিন সাবলীল জীবন পাবে সমাজের এই সমস্ত মানুষ, সেদিনই ভারতের আজকের অহংকার হবে সকলের আনন্দের।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

গত সপ্তাহের পর...

জাপান একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। UDHR একটি আন্তর্জাতিক আদর্শ হিসাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও সনদের বিভিন্ন অংশ (UDHR) নিজেদের আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

জাপানের সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সমতার নীতি বিবৃত করা হয়েছে। যা স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মূল নীতিকে অনুসরণ করে।

জাপানের সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ ধারায় বলা হয়েছে, "সকল ব্যক্তি আইনের অধীনে সমান এবং জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, সামাজিক মর্যাদা বা পারিবারিক উৎপত্তির কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য থাকবে না।"

জাপানের সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ নম্বর ধারাটি দেশটির গণতান্ত্রিক ও সমতাপূর্ণ সমাজের একটি মৌলিক স্তম্ভ। এটি কেবল একটি প্রতীকী ধারা নয়, বরং জাপানের আইন ও নীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই ধারাটি নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও বাস্তবে বৈষম্য পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়, এই ধারাটি বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি জাপানের বিচার বিভাগকে বৈষম্যমূলক আইন বা নীতি বাতিল করার ক্ষমতা দেয় এবং নাগরিকদের তাদের অধিকার রক্ষা করার সুযোগ দেয়।

এই ধারাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এইভাবে দেওয়া যেতে পারে :

১. আইনের চোখে সমতা (Equality before the law):

এই ধারাটি জাপানের প্রতিটি নাগরিক আইনের চোখে সমান এই কথা বলে। অর্থ হল, রাষ্ট্রের আইন সকল নাগরিকের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। কোনো ব্যক্তি তার পদমর্যাদা, সম্পদ, বা ক্ষমতার কারণে আইনের থেকে কোনো বিশেষ সুবিধা পাবে না। এই আইন বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে এবং আইনি প্রক্রিয়ায় সব নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করে।

২. বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা (Protection against discrimination):

এই ধারাটিকে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করা হয়। যেমন :

বর্ণ : এই ধারাটি নিশ্চিত করে যে,

চলবে...

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

নিবন্ধ

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একদিন

অজয় মজুমদার

ধারণা করা হয়ে থাকে কবির বিখ্যাত কবিতা 'ছোট নদী' কুষ্টিয়ার গড়াই নদীকে কেন্দ্র করে লেখা। "আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে/বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।" এখানে কবির অবস্থান কালে নানা উপলক্ষ্যে এখানে এসেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রমুখ তৎকালীন বঙ্গের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। এই কুঠিবাড়ি ও পদ্মা বোটে বসে রচিত হয় রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, কথা ও কাহিনী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য ও খেয়ার অধিকাংশ কবিতা, পদ্মাপর্বের গল্প, নাটক, উপন্যাস, পত্রাবলী এবং গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের গান। এখানে বসেই কবি ১৯১২ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরেজি অনুবাদ শুরু করেন। শিলাইদহ ও পদ্মার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল গভীর অনুরাগ, ছিন্নপত্রাবলীতে এর পরিচয় আছে। কবি একটি চিঠিতে লিখেছেন- 'আমার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা-প্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে।'

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি পরিচিতি মূলত কবি হিসেবে। কবিতা ও গানেই তাঁর প্রতিভা বিশ্বময় স্বীকৃত। কবি হিসেবেই ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রকাব্যের গভীরতা ও এর সৃষ্টিশীলতা সৌকর্যের এক সর্বোচ্চ চূড়ায় উপনীত হয় লোকসঙ্গীতের লোকজ ধারার বিচিত্র প্রভাবে। এ সময় লালন শাহ সহ বাংলার বিশিষ্ট বাউল সংগীত স্রষ্টাদের সান্নিধ্যে আসেন কবি। বাউল সংগীতকে পুনরাবিষ্কার করে জনপ্রিয় করে তুলতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভূমিকা নেন। এসব বাউল গানে উনিশ শতকের কর্তাভজাদের গানের মতো অন্তর্নিহিত দৈবসত্ত্বার অনুসন্ধান এবং ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা ছিল। শিলাইদহে অবস্থানকালে তাঁর গীতিকবিতার জন্য একটি শব্দবন্ধ তিনি গ্রহণ করেন বাউল পদাবলি থেকে। তা হচ্ছে— মনের মানুষ। ধ্যান করেন তাঁর জীবনদেবতার। প্রকৃতি ও মানবচরিত্রের আবেগময় নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে তৈরি এই যোগসূত্রটি পরমসত্ত্বার সঙ্গে মিলিত হয় তাঁর কাব্যে। ভানুসিংহ নামাঙ্কিত কবিতাগুলোতেও কবি এই শৈলীর ব্যবহার ঘটান। শিলাইদহে থাকাকালেই বিষয়টির অবতারণা হয়।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী হলো তাঁর প্রায় আড়াই হাজার গান। রবীন্দ্রসংগীত নামে পরিচিত এই গীতিগুচ্ছ বাংলার সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর গান সকল প্রকার মানবিক আবেগকেই সুরবদ্ধ করেছে। সাধারণ থেকে উচ্চ-সব স্তরেই যার প্রবেশগম্যতা আছে। এটি অনন্য এবং অন্য কোনো গানের ধারায় এটি দেখা যায় না। রবীন্দ্র গবেষকদের অভিমত, বাংলায় এমন কোনো শিক্ষিত ঘর নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া বা অন্ত তপক্ষে গাওয়ার চেষ্টা করা হয় না, এমনকি অশিক্ষিত গ্রামবাসীরাও তাঁর গান গেয়ে থাকেন। বাংলাদেশের

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

তেরো

দূর থেকে সমস্বরে শব্দ ভেসে আসছে। 'শিব শিব মহাদেব, শিব শিব মহাদেব। বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগে। আইলো গো মা আইলো হর- পার্বতী তুমার দ্বারে।'

দিদি বলল, "চৈত্র মাস পড়ে গিয়েছে। সামনে নীল ষষ্ঠী, চড়ক। এবার গ্রামের মানুষরা মেতে উঠবে গাজন উৎসবে। মাসখানেক ধরে চলবে ভালো। তোর আনন্দ। দিন নেই রাত নেই কত কী হবে। দেখবি।"

আমি বললাম, " চড়কের মেলা তো আমি দেখেছি। সে তো বনগাঁয় চড়কতলা আছে। মেলা বসে আমি প্রতিবার চড়কের মেলায় যেতাম কাকার সাথে। সেই চড়কের মেলার কথাই বলছিস!"

দিদি বলল, " তুই তো কেবল চড়কের মেলা দেখেছিস। আসলে এটা তো গাজন উৎসব। সারা চৈত্র মাস ধরে পালন করা হয়। সব গ্রামে না হলেও আমাদের এই মাধবপুর গ্রামে হয়। আশপাশের দুই একটা গ্রাম থেকেও এখানে এসে অনেক মানুষ গাজনের সন্ন্যাসী হয়। এই সন্ন্যাসীরা একমাস ধরে গাঁজনের শিব ঠাকুরের পুজো করে। তারপর নীল ষষ্ঠী, তারপর চড়ক।"

"চড়কে এত কিছু হবে! ভালোই হবে। আমাকে দেখতে দিবি তো! তোর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, এইবারই আমি চড়কের মানে বুঝতে পারব।"

দিদি আমার কথা শুনে উত্তর দিল, " চড়কের আবার মানে কী! চড়ক হচ্ছে একটা উৎসবের আংশ। বলা যায়, এটা বাংলার একটা নিজস্ব উৎসব। আসলে গাজন উৎসবের শেষদিনে হয় চড়ক। চড়কই হচ্ছে গাজনের প্রধান এবং শেষ অংশ। বড় বড় শহরে এই উৎসব দেখা যায় না। সাধারণত গ্রামের মানুষরাই এই উৎসবে মেতে ওঠে। এখানে তারা কাঁদে, হাসে, নাচে। তুই যে গানের শব্দ শুনছিস ওটা বালাকিরা পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে পয়সা তুলতে বেরিয়েছে। মুখে রঙ মেখে শিব, পার্বতী, নন্দী, ভিঙ্গী এরকম নানান সাজে সেজে ওরা গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে শিবের পাঁচালী গেয়ে বেড়ায়। নেচে নেচে গান গায়। সারা গায়ে ভস্ম মাখা, মাথায় জটাধারী শিবের হাতে থাকে ভাঙা তালপাতার পাখা আর একটা নারকেলের মালা। পার্বতীও খুব সাজে। একেবারে বিয়ের কনের সাজে। পিছন পিছন পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরাও ওদের সাথে সাথে এপাড়া ওপাড়া ঘোরে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই যে বললি সন্ন্যাসী, এরা কারা? মাঝেমধ্যে হিমালয় থেকে নেমে আসা সেইসব জটাজুটোধারী সন্ন্যাসীরা? ওরাই বা এই গ্রামে আসবে কেন? "

দিদি বলল, "শোন, তবে বলি। এটা একদম গ্রামের নিজস্ব উৎসব। দুর্গা পুজো যেমন বাংলার নিজস্ব উৎসব। ঠিক তেমনি গাজন হচ্ছে গ্রাম বাংলার নিজস্ব উৎসব। এই উৎসবে সব থেকে বড় ভূমিকা থাকে গাজনের সন্ন্যাসীদের। তাদের খুব কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলতে হয়। সকলে অবশ্য এক মাস ধরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে না। যার যেমন করার ক্ষমতা সে রকম করে। কারও এক মাস, কারও এক পক্ষ কাল বা কারও ক্ষেত্রে আরও কম। সন্ন্যাস কালে দিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন খেয়ে থাকতে হয়। সারাটা সন্ন্যাস কাল জুড়ে এইরকম কষ্ট করেই তাদের শিবের নাম গান করতে হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই গাজনের উৎসবটা ভালোভাবে দেখিস।"

আমি আনন্দে আত্মহারা। একটা নতুন জিনিস আমার দেখা হবে। কিন্তু কোথায় কিভাবে দেখব তা তো আমি জানিনা। দিদিকে বললাম , "আমার বোধহয় দেখা হবে না। কোথায় হয় তাতো আমি কিছুই জানিনা। এই গানগুলো তো ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে! কোথায় তা কে জানে!"

দিদি বলল, "ধুর পাগল, দেখছিস না আজকে ঘোষপাড়ার দিকে বালাকিরা বেরিয়েছে। পরপর এইদিকে আসবে। আর চড়কের যা কিছু হবে সব এই মাঝের পাড়ায়। স্কুল ঘরের পিছনে, মাঠের পাশে ঝাঁকরা খেজুর গাছটা দেখেছিস তো। ওটাকে ঘিরে সবকিছু হবে। স্কুলের খেলার মাঠের পাশে যে ছোট্ট মাঠটা আছে ওখানে মেলা বসবে। মেলা বা চড়কের দিন আমরা সবাই যাব। কালকে স্কুল থেকে ফেরার পথে ওই খেজুর গাছ তলায় গিয়ে দেখবি ত্রিপল- ট্রিপল খাটিয়ে একটা প্যান্ডেল বানানো হয়েছে। সারাদিন বালাকি আর সন্ন্যাসীরা এসব নাচ গান করে ওখানে এসে বিশ্রাম নেবে। ওখানেই হবিষ্যান্ন রেঁধে খাবে। হাজরা তলার কাছে বাঁওড়ের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় শিব ঠাকুরটা ডুবিয়ে রাখা আছে। ঘাটসন্ন্যাসীর দিন ওটা তুলে তারপরে ওই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা

চলবে...

বিশ্বপরিবেশ দিবস উপলক্ষে চাঁদপাড়ায় সংবর্ধনা ও বৃক্ষ চারা বিতরণ বনগাঁ সায়েন্স ক্লাবের

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে গত ৬ জুন সচেতনতা মিছিল শেষে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন বনগাঁ (চাঁদপাড়া) সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাবের সদস্যগণ। চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাগৃহে এদিন মধ্যাহ্নে স্কুল ছাত্রী বর্ণালী সাহার গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বিশিষ্ট শিক্ষক সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক পি, আর, সদস্য বিপ্লব গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথ পান্ডে প্রমুখ।

সংগঠনের সভাপতি সুদীপ্ত বিশ্বাস ও সম্পাদক শুভঙ্কর দাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান, পুষ্প স্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে আমন্ত্রিত অভ্যাগতগণকে বরণ করে নেন সংগঠনের শিক্ষব্রতী সদস্যরা। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা এবং সেই সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ছাত্র-ছাত্রীগণকে পরিবেশ সচেতন করে তুলতে বনগাঁ সায়েন্স ক্লাবের সদস্যদের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

সংগঠনের সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষক শুভঙ্কর দাস জানান, এদিন বনগাঁ ও গাইঘাটা ব্লকের ২২ টি উচ্চ বিদ্যালয়ের এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপক দুজন শিক্ষার্থীকে স্মারক উপহারে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকগণের হাতে আমলকি গাছের চারা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিজ্ঞান ও নেচার ক্লাবের সদস্যগণ, সংস্থাগণের আন্তরিক প্রয়াসে বিজ্ঞান ক্লাব আয়োজিত এদিনের সমগ্র কর্মসূচী সার্থক হয়ে ওঠে।

চাঁদপাড়ায় খিঁদে সংস্থার পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালন করে চাঁদপাড়ার অন্যতম সমাজ সেবি সংগঠন খিঁদে সংস্থার সদস্যগণ। সংস্থার সদস্য সমাজকর্মীগণ এদিন সকালে চাঁদপাড়া বাজারের পাটপট্টি মন্দিরের সামনে সমবেত হয়ে সাধারন মানুষের হাতে গাছের চারা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সেই সঙ্গে সাধারন মানুষজনকে বেশি বেশি বৃক্ষ চারা লাগিয়ে আমাদের পরিবেশকে স্বচ্ছ, নির্মল ও দূষণ মুক্ত রাখার আহ্বান জানান। প্রচারাভিযান ও বৃক্ষচারা বিতরণ শেষে নিজেরাও এলেকায় রাস্তার পাশে বেশ কিছু গাছের চারা রোপন করেন। সংস্থার অন্যতম সদস্য তপন বিশ্বাস জানান, এদিন শতাধিক মানুষের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়েছে। এলেকার শুভ বুদ্ধি ও সচেতন মানুষজন খিঁদে সংস্থার মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

সার্বভৌম সমাচার
স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

বসিরহাট নাট্য সমন্বয়ের নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ বসিরহাট মহকুমা নাট্য সমন্বয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় নাটকের কর্মশালা। তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত নাট্য কর্মশালায় মহকুমার নাট্যদলের সদস্যরা অংশ নেয়।

বসিরহাট মহকুমার নাট্য সমন্বয় বিশেষ করে এলেকার শিশু কিশোরদের নাটকের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন বলে উদ্যোক্তরা জানালেন। মহকুমার ন্যাজাট সুন্দরবন নাট্যোৎসব কমিটির দেবায়ন জলসা ঘরে অনুষ্ঠিত এই নাটকের কর্মশালাকে ঘিরে অংশগ্রহনকারী কচি-কাঁচাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গোবরডাঙ্গায় সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙা শহর এবং সেই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী এলেকার পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল এবং সেই সঙ্গে সুস্থ্য সুন্দর শান্তির নীড় হিসেবে গড়ে তুলতে গোবরডাঙা পরিবেশ বাঁচাও সমিতি গত ৫ জুন মর্যাদা সহকারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে। এদিন সকালে এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এন সি সি ক্যাডেট ও পরিবেশ প্রেমী মানুষ জনের এক বর্ণাঢ্য মিছিল স্থানীয় মেদিয়া কিশোর সংঘের মাঠে থেকে বের হয়ে পৌর এলেকার বিভিন্ন পথ পরিক্রম করে। বহু মানুষের উপস্থিতি, পরিবেশ সচেতনা মূলক ব্যানার, পোস্টার ও প্লাকার্ডে পদযাত্রা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

পদযাত্রা শেষে সকলে গোবরডাঙা ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞান সংস্থা রেনেসাঁসে আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ গ্রহন করেন। তথায় উপস্থিত গোবরডাঙ্গার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না বিশ্বাস, বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কালিপদ সরকার, স্বপন কুমার বালা, সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ও পরিবেশ প্রেমী দীপক কুমার দাঁ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এলেকার পরিবেশ স্বচ্ছ ও নির্মল করে তুলতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পরিবেশ রক্ষায় প্রচুর পরিমানে বৃক্ষ চারা রোপন ও পুকুর ডোবা ও জলাভূমি ইত্যাদি ভরাট বন্ধে এবং হাট বাজার রাস্তা ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পরামর্শ দেন।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এদিন গোবরডাঙা রেলস্টেশন এবং গোবরডাঙ্গা পৌরসভার শতাধিক সাফাই কর্মী, যারা পরিবেশকে নির্মল ও দূষণ মুক্ত রাখতে প্রতিদিন নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদেরকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন পরিবেশ বাঁচাও সমিতির এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙ্গা নৃত্যাল্পনা ব্যালে ট্রুপ-এর বার্ষিক নৃত্যধারা

সংবাদদাতা ঃ গত ৮ জুন গোবরডাঙ্গা টাউন হলে 'হৃদয়ে মম' শিরোনামে উদযাপিত হল গোবরডাঙ্গা নৃত্যাল্পনা ব্যালে ট্রুপ-এর ষোড়শতম বার্ষিক নৃত্যধারা। শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান গোবরডাঙ্গার বুকে এক অন্যতম প্রসিদ্ধ নৃত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নৃত্যাল্পনা ব্যালে ট্রুপ। এদিন তার একঝাঁক শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তনীদের নিয়ে সাজিয়েছিল এই অভূতপূর্ব সান্ধ্য সমারোহ। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গার পৌরপিতা শঙ্কর দত্ত, 'শিল্পায়ন' নাট্য গোষ্ঠীর কর্ণধার আশীষ চট্টোপাধ্যায়, 'নাবিক নাট্যম' নাট্য গোষ্ঠীর কর্ণধার জীবন অধিকারী এবং সংস্থার সভাপতি অনুপম দত্ত বণিক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্থার কর্ণধার নৃত্য শিক্ষক ভবেশ মজুমদার এবং সহ শিক্ষিকা রাখী বিশ্বাস, তৃষ্ণা বিশ্বাস, রঞ্জিতা পাল, তবলায় ছিলেন সংস্থার শিক্ষক শঙ্কর শীল।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

বিজিবি'র কাঁটাতারে বাধা

প্রথমপাতার পর...

সে সময় কাঁটাতার বসানোর কাজ বন্ধ রাখে বিএসএফ। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের বাধা দেবার সেই ছবি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাল এই ছবিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বিএসএফের কাঁটাতার বসানোর কাজে বাধা দিচ্ছে বিজিবি। পাল্টা এপার থেকেও প্রতিবাদ জানায় এদেশের সাধারণ গ্রামবাসী। ঠিকা সংস্থার প্রতিনিধি স্থানীয় বাসিন্দা জাবেদ খান বলেন, ৫/৬ জন বিজিবি র জওয়ানরা এসে কাজ বন্ধ করতে বলে গালিগালাজ শুরু করে। এবার থেকে আমরা ভারতীয়রা পাল্টা ওদের জবাব দিই। শুনেছি, কয়েকদিন বাদে ফ্ল্যাগ মিটিং হবে। তারপর আবার কাজ শুরু হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা সন্তোষ বিশ্বাস সহ একাধিক বাসিন্দাদের বক্তব্য, আমাদের জায়গায় মাটি ফেলা হবে, কাটাতার দেওয়া হবে। ওরা বাধা দেওয়ার কে? প্রয়োজনে আমরা প্রশাসন, বিএসএফকে সঙ্গে নিয়ে কাঁটাতার দেবো। বিজিবিকে রুখে দেওয়ার হুমকির সুর শোনাগেল সীমান্ত পারের ভারতীয়দের মধ্যে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে একাধিক ভারতীয়রা।

বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পরিতোষ সাহা বলেন, সীমান্তের নিরাপত্তার রাজ্য সরকার সহযোগিতা করেছে, জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে অবশ্যই দ্রুত কাঁটাতার দেওয়া যাবে। সূত্রের খবর বিএসএফের পক্ষ থেকে বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করা হবে। বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড এর ব্যবহারে খুবই খুশি বয়রার বাসিন্দারা। তারা চাইছেন বিএসএফ দ্রুত কাজ শুরু করুক। নইলে তারাই প্রশাসন, বিএসএফকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু করবে।

খোরপোষ না দেওয়ায় গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

প্রথমপাতার পর...

গেলেও স্ত্রী খোরপোষ না পাওয়ায় ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়ে ছিল। তাকে এর আগে বহুবার কোর্ট থেকে বলা হলেও সে কোনো গুরুত্ব দেয় না। বুধবার স্ত্রীর অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করে আজ বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রদ্যুৎ এলাকার বিজেপি নেতা। সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা। বিজেপির নেতাকে গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুরু হয়েছে রাজনীতি।

সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূল নেতা সৌমেন ঘোষ বলেন, "ওনার বউ উনার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন মামলা করেছে। সেই মামলার ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এটাই বিজেপির কালচার।" বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, "এটা সম্পূর্ণ তাদের পারিবারিক ব্যাপার, এখানে রাজনৈতিক কোনো ব্যাপার নেই। তৃণমূলের লোকেরা রাজনীতি জড়িয়ে বিজেপির বদনাম করার চেষ্টা করছে।"

আত্মঘাতী নাবালিকা। সন্দেহ ত্রিকোণ প্রেমের

প্রতিনিধি ঃ নিজের ঘর থেকেই বছর ১৪র নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল স্থানীয়রা। রবিবার ঘটনাটি ঘটে বনগাঁ থানার দেবগড় এলাকায়। ওই নাবালিকাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে স্থানীয় সঞ্জয় দত্ত নামে একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে সোমবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে। বাবা বাসুদেব হালদারের অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছে, এদিন সকালে হঠাৎই নাবালিকার ঠাকুমা জানলা দিয়ে দেখতে পায় তার নাতনি ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তড়িঘড়ি স্থানীয়দের তরফ থেকে পুলিশে খবর দিলে বনগাঁ থানার পুলিশ এসে নাবালিকাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত নাবালিকার মার দাবি, সামনেই তার মাধ্যমিক পরীক্ষা। সে পড়াশোনা করে না বলে শনিবার রাতে তাকে বকাঝকা করেছিল সেই কারণেই হয়তো মায়ের ওপর অভিমান করে এমন ঘটনা ঘটায় সে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, তার মা নীলিমা হালদার এর সাথে বনগাঁ থানার হসপিটাল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় দত্তর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সেই ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করত যা নিয়ে তাদের পরিবারে প্রায়ই অশান্তি লেগেই থাকতো। স্থানীয়দের আরো অভিযোগ, ওই ব্যক্তি হয়তো তার মার প্ররোচনায় নাবালিকার সাথে এমন কিছু ঘটায় যার জেরে এমন চরম পরিনতি ওই নাবালিকার। কী কারনে ওই নাবালিকা আত্মহত্যা করল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অস্থায়ী শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন আদালতের আইনজীবী, ল'ক্লাক। ছবি ঃ রাহুল দেবনাথ

ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতে নতুন প্রধান নির্বাচিত

প্রতিনিধি ঃ জাল জাতিশংসা পত্র নিয়ে প্রধান হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ছয়ঘসিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উমা ঘোষের বিরুদ্ধে। দিন কয়েক আগে উমা ঘোষ শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। এবার তাঁর জায়গায় নতুন প্রধান নির্বাচিত হলেন সবিতা সরকার মন্ডল। বুধবার পঞ্চায়েত সদস্যরা সর্বসম্মত ভাবে সবিতা সরকারকে প্রধান নির্বাচন করেন।

সবিতা সরকার জানান, "দল ও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে, আমি সকলের সহযোগিতা নিয়ে তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করব।"

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নানান কর্মসূচী কিশলয় তরুণতীর্থের

সংবাদদাতা ঃ শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা গ্রহণের জন্য নানা কর্মসূচির আয়োজন করল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙ্গার কিশলয় তরুণতীর্থ। ২০২৫ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল আবেদন "প্লাস্টিক মুক্ত পৃথিবী"। ঐদিনগ্রামে গ্রামে পরিবেশ রক্ষার জন্য

কী কী করনীয় তার আবেদন জানিয়ে প্রচার কর্মসূচি চালানো হয়।

সংগঠনের সদস্য ও অভিভাবকদের নিয়ে স্থানীয় গাজনা বাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্ত প্লাস্টিক গুলো পরিষ্কার করে সমস্ত দোকানদার ও পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই কর্মসূচিতে শিশু কিশোরেরা সহ মায়েরাও অংশগ্রহণ করে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। ৭ই জুন এলাকার বিভিন্ন সংগঠনের ও স্বনির্ভর দলের কর্মকর্তা এবং কিছু বিশিষ্ট মানুষের উপস্থিতিতে একটি সাংগঠনিক আলোচনা সভা করা হয়। স্থানীয় বাজার পথঘাট সম্পূর্ণ প্লাস্টিক মুক্ত থাকে তার জন্য উদ্যোগ ও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ৮ই জুন পরিবেশ সচেতনতা কর্মসূচি উপলক্ষে তিনটি বিভাগে পরিবেশ বিষয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৮০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্ট অংকন প্রশিক্ষক গোপাল কর্মকার। ৯ জুন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবহার সীমিত করা, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষরোপণ, জলাভূমি সংরক্ষণ, আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল ইত্যাদি দাবি সম্বলিত প্লাকার্ড নিয়ে একটি শোভাযাত্রা করা হয়। ২০০ ছাত্র ছাত্রী এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার পলিমার জাত প্লাস্টিক যেমন মানুষকে অনেক সুবিধা দিয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রায় নির্ভরশীল করে তুলেছে। অপরপক্ষে এ প্লাস্টিক আগামীতে সমস্ত প্রাণীকুল ও সভ্যতাকে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন করে তুলেছে। তাই এখনো যদি প্লাস্টিক ব্যবহারে ও প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সতর্ক না হওয়া হয় বা যথাযথ উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে পরিবেশ বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন। তাই এই ভয়াবহ সমস্যার কথা মাথায় রেখে তরুণতীর্থের বিভিন্ন শাখা গুলি বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

মহলা নাট্যম এর নাট্যমিলন উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ ৭ জুন সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে মছলন্দপুরের লক্ষ্মীপুর মহলা নাট্যমের দুদিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যমিলন উৎসব— ২০২৫ এর উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও গোবরডাঙা শিল্পায়ন এর কর্নধার আশিস চট্টোপাধ্যায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর জেলা নেতৃত্ব শাশ্বতী নাথ, শিক্ষিকা সুপর্ণা ভদ্র, শিক্ষক বিমল দাস, সংস্কৃতি প্রেমী ব্যাসদেব পাল, সুমিত সেন, সোনাই ঘোষ ও সমাজকর্মী ঝুমা সাহা প্রমুখ। মহলা নাট্যম এর প্রাণপুরুষ নাট্যামোদী সুকান্ত ভট্টাচার্য উপস্থিত সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গকে স্বাগত জানান, সংস্থার সদস্যগণ সকল গুনীজনকে উত্তরীয়, পুষ্প স্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে নাটক সহ সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে মহলা নাট্যম তথা নাট্যমোদী শিক্ষক সুকান্ত বাবুর মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সঞ্চালিকা বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী বৃষ্টি দে'র সুচারু পরিচালনায় মহলা নাট্যম এর ১৫ তম বর্ষের নাট্যমিলন উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পরিচালক সুকান্ত ভট্টাচার্য জানান, দুদিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে মোট ৬ খানি নাটক মঞ্চস্থ হবে। এছাড়া রয়েছে এলেকার ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও শিশু-কিশোরদের মনোজ্ঞ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী গোপাল দাসের কণ্ঠের জীবনমূখী গানের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে অঞ্জনা বিশ্বাসের আকর্ষনীয় নকসী কাঁথা ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী সমবেত সকল দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর নজর কাড়ে।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**